সংবাদপত্রের পাতা থেকে

নিয়মিত বিভাগ হিসেবে এই পাতায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ খবর বা প্রতিবেদনের নির্বাচিত অংশ এখানে প্রকাশিত হবে। - সম্পাদনা পরিষদ

বাংলাদেশে মহাসড়ক নির্মাণ সবচেয়ে ব্যয়বহুল

বণিক বার্তা, ৬ অক্টোবর, ২০১৫

ইউরোপে চার লেনের নতুন মহাসড়ক নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় পড়ছে ২৮ কোটি টাকা। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এ ব্যয় ১০ কোটি টাকা। আর চীনে তা গড়ে ১৩ কোটি টাকা। তবে বাংলাদেশের তিনটি মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করতে ব্যয় ধরা হচ্ছে কিলোমিটারপ্রতি গড়ে ৫৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা মহাসড়ক চার লেন নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৫ কোটি টাকা। ফলে মহাসড়ক নির্মাণ সবচেয়ে ব্যয়বহুল হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে।

দেশের মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের তিন প্রকল্পের মধ্যে রংপুর-হাটিকুমরুল অংশ আগামী বছর শুরুর কথা রয়েছে। এ মহাসড়কের ১৫৭ কিলোমিটার চার লেনে উন্নীতকরণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা। কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় পড়ছে ৫২ কোটি ৭ লাখ টাকা। আর ঢাকা-সিলেট ২২৬ কিলোমিটার সড়ক চার লেনে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১২ হাজার ৬৬৫ কোটি ৭০ লাখ টাকা। এতে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় পড়ছে ৫৬ কোটি ৪ লাখ টাকা। ২০১৭ সালে প্রকল্পটি শুরু করার কথা। দুটি প্রকল্পই বাস্তবায়ন হবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণে।

.....২০০৫ সালে নির্মাণ করা বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কটি বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের সড়ক। ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনও রয়েছে এতে। এটি নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় হয়েছে মাত্র ৫ কোটি টাকা। ..... নতুন চার লেন প্রকল্পগুলোয় খুব বেশি জমিরও প্রয়োজন হবে না। ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা চার লেন নির্মাণ করতে প্রকল্পটির আওতায় মাত্র ২৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন পড়বে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে মাত্র ৯৭ কোটি টাকা। আর ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন প্রকল্পে ৩৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণে ব্যয় হয় ১০৯ কোটি টাকা। এছাড়া রড, সিমেন্টসহ অন্যান্য নির্মাণসামগ্রীর দাম পাঁচ বছরের মধ্যে বর্তমানে সর্বনিম্ন। আর বাংলাদেশের নির্মাণ শ্রমিকদের মজুরিও ভারত বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের চেয়ে অনেক কম।

নয় মাসে ধর্ষণের শিকার ৫৯১ নারী
আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নিহত ১৪৮

দৈনিক সমকাল ও যুগান্তর, ১ অক্টোবর ২০১৫

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ৫৯১ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণচেষ্টার শিকার হয়েছেন ৭৬ জন। এই ৯ মাসে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে বা 'ক্রসফায়ারে' নিহত হয়েছেন ১৪৮ জন। এক্ষেত্রে র‍্যাবের চেয়ে পুলিশের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' নিহতের সংখ্যা বেশি। বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। 'মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংখ্যাগত প্রতিবেদন' শীর্ষক এ প্রতিবেদনে এ বছরের ৯ মাসে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিচয়ে অপহরণ ও আটকের পর লাশ উদ্ধার, 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যু, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, সাংবাদিক হয়রানি, সীমান্ত সংঘাত, কারা হেফাজতে মৃত্যু, যৌন হয়রানি, যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংখ্যাগত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সংস্থাটির পক্ষে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ও আসকের নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এ সংখ্যাগত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গত ৯ মাসে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে বা 'ক্রসফায়ারে' ১৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে র‍্যাবের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' ৩২ এবং পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন ৫৫ জন। ডিবি পুলিশের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' ১১ জন মারা গেছেন। এছাড়া পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন আরও ২২ জন। ৯ মাসে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পরিচয়ে সাদা পোশাকের ব্যক্তিরা ৪৩ জনকে আটক করেছে। পরে এদের মধ্যে ৬ মরদেহ উদ্ধার হয়েছে; ফেরত এসেছেন ৪ জন এবং গ্রেফতার দেখানো হয়েছে ৫ জনকে।

আসকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭৪০টি রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৪৩ জন নিহত ও চার হাজার ৮৫৪ জন আহত হয়েছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বাসস্থানে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ১০৩টি। ১৪৬টি প্রতিমা, পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে ভাংচুর এবং অগ্নিকাণ্ড চালানো হয়েছে। এই সময়কালে নির্যাতন, হয়রানি, হুমকি ও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাধার শিকার হয়েছেন ১৯১ জন সাংবাদিক।

৯ মাসে সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছেন ২৩ জন। নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। ৫৮ জন আহত ও ৫৩ জন অপহরণের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে বিজিবির মধ্যস্থতায় ফিরে এসেছেন ২৪ জন। গত ৯ মাসে কারা হেফাজতে ৫২ জন মারা গেছেন বলে জানিয়েছে আসক।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে তারা বলছে, সারাদেশে গণপিটুনিতে ৯ মাসে নিহতের সংখ্যা ১০৪। এসিড সন্ত্রাসের কবলে পড়েছেন ২৪ জন নারী। ৯ জন যৌন হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়ের মধ্যে হয়রানি ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন ২০০ নারী-পুরুষ। ৪৬ জন গৃহকর্মীকে নির্যাতন করা হয়েছে। এদের মধ্যে শারীরিক নির্যাতনে ৪ এবং রহস্যজনকভাবে ১৯ জনের মৃত্যু হয়। যৌতুকের দাবিতে চলতি বছরে ২০৮ জন নারী নির্যাতিত হয়েছেন বলে দাবি করেছে আসক। এর মধ্যে ১২৯ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং এ কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন ৯ জন। এছাড়া পারিবারিকভাবে নির্যাতন হয়েছে ২৯২ জন নারীর ওপর। এদের মধ্যে ২১৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। পারিবারিক নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা করেছেন ৪৫ জন।

উপকরণের দাম কমে প্রকল্পের ব্যয় বাড়ে

বণিকবার্তা, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫

আন্তর্জাতিক বাজারে পাঁচ বছর ধরেই নিম্নমুখী নির্মাণ উপকরণের দাম। বিশ্বব্যাংক বলছে, শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ ও ভোগ্যপণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্য পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। দেশের বাজারেও কমেছে নির্মাণসামগ্রীর দাম। পাশাপাশি কমতির দিকে জমির মূল্য। স্থিতিশীল রয়েছে ডলারের বিনিময় হারও। তার পরও ব্যয় বাড়ছে প্রকল্প বাস্তবায়নে। পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যমতে, গত দুই অর্থবছরে সংশোধিত ১৩২টি প্রকল্পের ব্যয় বেড়েছে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা।

২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনায়

দেখা যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় মোট ৪২৯টি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রকল্প সংশোধিত, যেগুলোর ব্যয় বেড়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যমতে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২৬টি একনেক সভায় ২১৭টি প্রকল্প অনুমোদন হয়। এর মধ্যে ৭২টি ছিল সংশোধিত। অর্থাৎ প্রতি তিনটির মধ্যে একটি প্রকল্প সংশোধিত। ৭২টি প্রকল্পের মূল ব্যয় ছিল ৩২ হাজার ১৭২ কোটি টাকা। সংশোধনে এ ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা। ফলে ব্যয় বেড়েছে ১৬ হাজার ১৬৬ কোটি টাকা। ....প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের চিত্রও প্রায় একই রকম। অর্থবছরটিতে ৩১টি একনেক সভায় অনুমোদিত ২১২টি প্রকল্পের ৬০টি সংশোধিত। এ ৬০ প্রকল্পের মূল ব্যয় ছিল ১৭ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা। সংশোধনের ফলে ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার ৯২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বাড়তি ব্যয় হচ্ছে ৮ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা। .... সাভার উপজেলায় বিরুলিয়া-আশুলিয়া সাড়ে ১০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের কাজ ১৫ বছর ধরে চলমান রয়েছে। নতুন ডাকাতিয়া, পুরাতন ডাকাতিয়া ও ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্পটি এ পর্যন্ত পাঁচবার সংশোধন হয়েছে। ব্যয় বেড়েছে কয়েক দফা। তিনবার সংশোধন হয়েছে হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট প্রকল্পটি। এতে ৬৮১ কোটি টাকার প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫৪ কোটি টাকা।

পাঁচ বছরে রেলের বহরে যুক্ত হয়নি কোনো কোচ

বণিকবার্তা, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

পাঁচ বছর আগে যাত্রীবাহী কোচ কেনায় চারটি প্রকল্প নেয় রেলওয়ে। কিন্তু এখনো একটি কোচও যুক্ত হয়নি বহরে। যদিও এ সময় ট্রেনের যাত্রী বেড়েছে অনেক। উল্টো পুরনো প্রকল্প বাতিল করে হাতে নেয়া হয়েছে নতুন প্রকল্প। ফলে কোচ সংকটের পাশাপাশি দরপত্র আহ্বান ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপচয় হচ্ছে সরকারি অর্থের।

রেলওয়ের তথ্যমতে, কোচ সংকট মেটাতে ২০১০ সালে চারটি প্রকল্প নেয় রেলওয়ে। একই বছরের আগস্টে অনুমোদিত ১২৫টি ব্রড গেজ কোচ কেনার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয় দুই দফায়।... গত সপ্তাহে এ প্রকল্প বাতিলের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। ..অন্যদিকে ভারত থেকে ১২০টি কোচ কেনার আরেকটি প্রকল্প নেয়া হয় ২০১৪ সালে। এর আওতায় কোচ কেনায় ভারতের রাইটস লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি। ...সময়ক্ষেপণের ফলে বেড়েছে কোচ কেনার ব্যয়। ২০১০ সালে ১২৫টি ব্রড গেজ কোচ কেনায় ব্যয় ধরা হয় ৩৫৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা। এখন ১২০টি কোচ কেনায় ব্যয় করা হচ্ছে ৯৭৫ কোটি ৯৬ লাখ টাকা।

একইভাবে বাতিলের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ১৫০ ও ২৬৪টি মিটার গেজ কোচ কেনার আরো দুটি প্রকল্প। এর মধ্যে ১৫০টি মিটার গেজ কোচ কেনার প্রকল্পের অনুমোদন হয় ২০১০-এর ডিসেম্বরে। প্রাথমিকভাবে ২০১২ সালের জুনের মধ্যে কোচগুলো কেনার কথা থাকলেও পরবর্তীতে এর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে তিন দফায়। প্রকল্পটি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয় গত বছর। এক্ষেত্রে ৫৫৬ কোটি ৩১ লাখ থেকে বেড়ে রেলওয়ের প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যয় দাঁড়ায় ৮৮০ কোটি ৭২ লাখ টাকায়। ৩২৪ কোটি ৪১ লাখ টাকা ব্যয়বৃদ্ধি অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় এ নিয়ে আপত্তি তোলে পরিকল্পনা কমিশন। ফলে প্রকল্পটি বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে বাতিল প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।...২০১০ সালে ১৫০টি কোচ কেনার ব্যয় ধরা হয়েছিল ৫৫৬ কোটি ৩১ লাখ টাকা। অথচ এডিবির ঋণে সমপরিমাণ কোচ কেনায় ব্যয় হচ্ছে ১ হাজার ১৩০ কোটি ২৬ লাখ টাকা।

বায়ুদূষণের কারণে অকালমৃত্যুতে বাংলাদেশ চতুর্থ

প্রথম আলো,১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বায়ুদূষণের কারণে অকালমৃত্যুর দিক দিয়ে বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০১০ সালে দেশটিতে এমন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে প্রায় ৯২ হাজার জনের। এর মধ্যে ঢাকা শহরের বাসিন্দা ১৩ হাজার ১০০ জন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক নতুন গবেষণা প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। .... প্রতিবেদনটি গত বুধবার বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী নেচার-এ প্রকাশিত হয়েছে। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও শহরে বায়ুদূষণের কারণে বর্তমানে অকালমৃত্যুর বর্তমান হার এবং ভবিষ্যতে তা কী হারে বাড়তে পারে, তার অনুমান করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই গবেষণায় দেখা গেছে, বায়ুদূষণে অকালমৃত্যুর দিক দিয়ে সবার ওপরে রয়েছে চীন। ২০১০ সালে দেশটিতে এমন মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৪ লাখ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত (সাড়ে ছয় লাখ) ও পাকিস্তান (১ লাখ ১০ হাজার)। এরপরের অবস্থানেই বাংলাদেশ। নাইজেরিয়া (৮৯ হাজার ২২ জন) ও রাশিয়া (৬৭ হাজার ১৫২ জন) রয়েছে যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে।

ঋণ পরিশোধে কিডনি বিক্রি

ইত্তেফাক, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

বহুতি গুচ্ছ গ্রামের তায়রন বেগম। স্বামী নজরুল পায়ের সমস্যার কারণে কাজই করতে পারে না। তায়রন-নজরুল দম্পতির সংসারে ৩ মেয়ে। সংসারের খরচ তায়রনকেই বহন করতে হয়। অভাবের সংসার চালাতে স্থানীয় দাদন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নেন। এছাড়া ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, আইআরডিপি, ব্যুরো বাংলা নামক ৫টি এনজিওতে ঋণ হয়ে যায় ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা। পাওনাদারদের কাছ থেকে চাপ আসতে থাকে। বাধ্য হয়ে কিডনি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকায় এসে কাজ নেন গার্মেন্টসে। পরিচয় হয় এক দালালের সঙ্গে। দালাল নিয়ে যান কিডনি ক্রেতার কাছে। পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হয়। টিস্যু এবং রক্তের গ্রুপ মিলে যায়। জানান স্বামীকে। তিনি তায়রনকে নিয়ে পালিয়ে বাড়ি চলে যান। পরে মামলা দেন ক্রেতা। শর্ত দেন, কিডনি দিলে মামলা তুলে নিবেন। পরে বাধ্য হয়ে কিডনি দিতে রাজি হয় তায়রন। আড়াই লাখ টাকার বিনিময়ে ব্যাঙ্গালোরের একটি হাসপাতালে খালাতো বোনের সম্পর্ক দেখিয়ে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। দাদন ও এনজিও ঋণ পরিশোধ করেন। এখন কোনোভাবে চলছে তার দিন। ভবিষ্যতে কি হবে তার কিছুই জানেন না তায়রন।

তেলিহার গ্রামের মুক্তি বেগমের গল্প আরও করুণ। এ বছরের ২৩ জুন কিডনি বিক্রি করেছেন তিনি। বাবা নাপিত। অভাবের কারণে ছোট বোনকে বিয়ে দেয়া যাচ্ছিল না। কিছু দেনাও হয়েছিল। ছোট বোনের মুখে হাসি ফোটাতে ঢাকা যায় মুক্তি। পরিচয় হয় গার্মেন্টসের সুপারভাইজার মাশফিকুর রহমানের সাথে। তার বাবার কিডনির প্রয়োজন। রাজি হয়ে যায় মুক্তি। ৪ লাখ টাকায় বিক্রি করেন একটি কিডনি। পরীক্ষায় ম্যাচিং হওয়ায় কলকাতার ৭০৩ আনন্দপুরের ফোরটিস হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়।..এভাবে জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় অভাবীদের কিডনি বিক্রির ঘটনা

চলছেই।

কালাইয়ের ২০ গ্রামের কমপক্ষে ৪০ জন ঋণগ্রস্ত ও অভাবী মানুষের কিডনি বিক্রির তথ্য মিলেছে। এসব অস্ত্রোপচারের অধিকাংশই হয়েছে বিদেশে। কিডনি বিক্রির কারণ হিসেবে অনেকেই বলেছেন, দাদন এবং এনজিওর ঋণের কিস্তি পরিশোধের কথা। ঋণের টাকা শোধ দিতে না পেরে বাধ্য হয়ে তারা কিডনি বিক্রি করেছেন। কেউ দালালচক্রের চটকদার কথায় বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিডনি বেচাকেনায় কড়াকড়ি আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে এখন কাগজপত্র জাল করাসহ নিত্যনতুন কৌশলে এই ব্যবসা চালাচ্ছে দালাল চক্র।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কিডনি বিক্রির এ প্রবণতা এখন আর কেবল জয়পুরহাটের কালাইয়ে সীমাবদ্ধ নেই। দেশের আরও অন্তত ৬টি জেলা- ঢাকা, মাগুরা, রাজশাহী, সিলেট, সিরাজগঞ্জ ও বরিশালেও ঋণগ্রস্ত অভাবী মানুষ কিডনি বিক্রি করেছেন।

বিদেশিদের বেতন-ভাতায় ৩২ হাজার কোটি টাকা যাচ্ছে

প্রথম আলো, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে কাজ করেন বিদেশিরা। তাঁরা এ দেশ থেকে বেতন-ভাতা বাবদ প্রতিবছর ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার নিয়ে যান। এই অর্থ বাংলাদেশের ৩২ হাজার কোটি টাকার সমান (প্রতি ডলার ৮০ টাকা হিসাবে)।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত গতকাল সোমবার 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট' (সেপ) শীর্ষক একটি প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই তথ্য দেন। তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত

সমকাল, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫

আকস্মিকভাবেই মহাবিপাকে পড়েছেন দেশের লাখ লাখ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে তাদের চোখ চড়কগাছ। গত বছর ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করতে লেগেছে ৯০০ টাকা, এবার খরচ হচ্ছে ১১ হাজার টাকা। এ নিয়ে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে রীতিমতো বচসায় লিপ্ত হচ্ছেন এ ব্যবসায়ীরা। করপোরেশনের কর্মকর্তারা বলছেন, ট্রেড লাইসেন্স ফি বাড়িয়েছে সরকার। এ ক্ষেত্রে তাদের কিছুই করার নেই। ট্রেড লাইসেন্স ফি বৃদ্ধির তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, দ্বিগুণ-তিনগুণ নয়, ৩৩ গুণও বেড়েছে কোনো কোনো ট্রেড লাইসেন্সের নবায়ন ফির পরিমাণ। সে সঙ্গে আরোপ করা হয়েছে বিবিধ কর। সম্প্রতি ২০১০ সালের এক প্রজ্ঞাপন দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের বলা হচ্ছে, ওই সময় প্রজ্ঞাপনটি জারি হলেও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ১৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায় করা হয়নি।

কাজেই গত পাঁচ বছরের বকেয়া ভ্যাট একসঙ্গে দিতে হবে। আর এটাও দিতে হবে বর্ধিত ফি অনুসরণ করে। এর সঙ্গে নতুন যোগ হয়েছে লাইসেন্সপ্রতি ৫০০ টাকার উৎসে কর। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন না করলে এর সঙ্গে যুক্ত হবে ৩০ শতাংশ হারে সারচার্জ। কেউ ব্যবসা বন্ধ করে ট্রেড লাইসেন্স সারেন্ডার করতে চাইলে তাকেও এসব ফি দিয়ে ব্যবসার ইতি টানতে হবে। অন্যথায় করপোরেশন তার বিরুদ্ধে মামলা করার এখতিয়ার রাখে।

ট্রেড লাইসেন্স ফি বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপনে দেখা যায়, দেশে বিদ্যমান ২৯৮ ধরনের ব্যবসার একটি ছাড়া প্রতিটির ট্রেড লাইসেন্স ফি বাড়ানো হয়েছে। কমেছে মদ ও বেভারেজের আওতায় থাকা পানীয়র ফি। ২০০৩ সালে মদের ব্যবসার লাইসেন্স নবায়ন ফি ছিল সাত হাজার ৫০০ টাকা। এবার সেটা বেভারেজের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে নবায়ন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা। প্রতিটি ট্রেড লাইসেন্স নবায়নে ৫০০ টাকা উৎসে কর যুক্ত করা হয়েছে।

দেখা গেছে, ২০০৩ সালের ট্রেড লাইসেন্স তফসিলে কনফেকশনারির ট্রেড লাইসেন্স ফি ছিল ৩০০ টাকা। এবার সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে দুই হাজার টাকা। কমিউনিটি সেন্টারের ফি করা হয়েছে দুই হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা। অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের ফি করা হয়েছে ৭৫০ থেকে চার হাজার টাকা। মাছের দোকানির ফি করা হয়েছে ৩০০ থেকে চার হাজার টাকা। সেলুনের ফি করা হয়েছে ৩০০ থেকে এক হাজার টাকা। স্টুডিও ল্যাবের ফি ৭৫০ থেকে করা হয়েছে দুই হাজার টাকা। মাটির হাঁড়ি-পাতিল বিক্রির ফি করা হয়েছে ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা।

পান-সুপারির দোকানের ফি করা হয়েছে ১০০ থেকে ৫০০ টাকা। মুরগি বিক্রির ফি করা হয়েছে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। তরকারি দোকানের ক্ষেত্রে করা হয়েছে ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা। মুদি দোকানের ফি করা হয়েছে ৩৫০ থেকে এক হাজার টাকা। চায়ের দোকানের ফি করা হয়েছে ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা। লন্ড্রির দোকানের ফি করা হয়েছে ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা। মোটরসাইকেল দোকানের ফি করা হয়েছে তিন হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা।

মৃত্যুর আগে কষ্ট বেশি বাংলাদেশে

প্রথম আলো, ০৭ অক্টোবর, ২০১৫

মৃত্যুর আগে প্রশমনসেবা (প্যালিয়েটিভ কেয়ার) পাওয়ার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থা বেশ শোচনীয়। এ বিষয়ে ৮০টি দেশের একটি তালিকায় বাংলাদেশ আছে ৭৯তম অবস্থানে। কঠিন শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত এবং নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন মানুষের কষ্টের মাত্রা হ্রাস করার প্রক্রিয়াকেই বলে প্যালিয়েটিভ কেয়ার।

'কোয়ালিটি অব ডেথ ইনডেক্স' শিরোনামের তালিকাটি করেছে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট-এর ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। হাসপাতাল ও সেবাকেন্দ্রে প্রশমনসেবা পাওয়ার সুযোগ, সেবার মান, সেবাদানকারীদের দক্ষতা এবং সেবা গ্রহণের সক্ষমতাড়এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তালিকাটি করা হয়েছে। তালিকায় প্রথম অবস্থানে আছে যুক্তরাজ্য। মোট ১০০ পয়েন্টের মধ্যে ৯৩ দশমিক ৯ পয়েন্ট তাদের। এরপর ৯১ দশমিক ৬ ও ৮৭ দশমিক ৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

৮০টি দেশের মধ্যে ৭৯তম অবস্থানে থাকা বাংলাদেশের পয়েন্ট ১৪ দশমিক ১। বাংলাদেশের চেয়েও পিছিয়ে থাকা দেশটি হলো মধ্যপ্রাচ্যের গৃহযুদ্ধকবলিত ইরাক। তাদের পয়েন্ট ১২ দশমিক ৫। আর ১৫ দশমিক ৩ পয়েন্ট নিয়ে নিচের দিক থেকে ৩ নম্বরে অর্থাৎ বাংলাদেশের ঠিক ওপরে আছে ফিলিপাইন।